মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
শোভন কর্মপরিবেশ
হোক সবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শাখা

বিষয়: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের “নৈতিকতা কমিটি”-র ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ	০৪ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	সকাল ১১..০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন (মাইক্রোসফট টিম প্লাটফর্ম)
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’

সভাপতি কর্তৃক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১’ - এর ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং ৪র্থ কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা নৈতিকতা কমিটির সদস্য সচিব উপস্থাপন করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	জনাব সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান, সহকারি মহাপরিদর্শক (সেইফটি) বলেন, অত্র অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার সেবাবক্স নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়। ৪র্থ কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ৩০/০৪/২০২১ তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদ করা প্রয়োজন।	লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ৩০/০৪/২০২১ তারিখের মধ্যে শুদ্ধাচার সেবা বক্স হালনাগাদ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পত্র দিতে হবে	উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা।

২	অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	একটা লক্ষ্যমাত্রা ছিল যা নির্ধারিত সময়ে অর্জিত হয়েছে।**মো: সামশুল আলম খান, যুগ্মমহাপরিদর্শক, সাধারণ শাখা বলেন,** ৩য় কোয়ার্টারে অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের নিষ্পত্তির হার ৮২.০৬%। সভাপতি বলেন, অভিযোগ নিষ্পত্তির হার বাড়ানো প্রয়োজন। এ জন্য ফিল্ড অফিসের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটরিং এর বিকল্প নেই।	অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের নিষ্পত্তির হার আবশ্যিকভাবে ১০০% করতে হবে। । শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সাধারণ শাখায় পত্র দিবেন।	যুগ্ম মহাপরিদর্শক, সাধারণ শাখা ও উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা।
৩	পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	**জনাব ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা বলেন,** ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ইতোমধ্যে ৩০/০৯/২০ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৪র্থ কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনা ৩০/০৪/২০২১ তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা প্রয়োজন ।	৪র্থ কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ৩০/০৪/২০২১ তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখায় পত্র দিবেন।	যুগ্ম মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা ও উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা।
৪	ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	**জনাব ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা বলেন,** ৩য় কোয়ার্টারে ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্নকরণের ৫০% লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ৩য় কোয়ার্টারে কোন নতুন ক্রয় প্রক্রিয়া শুরূ হয়নি। সভাপতি বলেন, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। ই টেন্ডারের অসমাপ্ত কাজ সমূহ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	৩য় কোয়ার্টারে নতুন ক্রয় প্রক্রিয়া শুরূ না হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও গৃহিত পদক্ষেপ সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহের জন্য শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখায় পত্র দিবেন।	যুগ্ম মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা ও উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা।

৫	স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	জনাব মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক , স্বাস্থ্য শাখা বলেন, অত্র অধিদপ্তরে সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি আছে। উক্ত কমিটি সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সভাপতি বলেন, কোন শাখার কি কাজ তা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	১. আগামি ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করতে হবে। ২. প্রত্যেক শাখার কার্যক্রম দৃষ্টিনন্দনভাবে সে শাখায় দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ বিষয়ে প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা কার্যকর ব্যবস্থা নিবেন। এ সংক্রান্ত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখায় পত্র দিবেন।	১. আহবায়ক, সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি। ২. যুগ্ম মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা ও উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা।
৬	শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্মমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা বলেন, শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ কার্যক্রম তেমন একটা গ্রহণ করা হয়না। সভাপতি বিনষ্টকরণের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।	১. যুগ্মমহাপরিদর্শক তাদের স্ব-স্ব শাখায় যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে নথি বিনষ্ট করবেন। এক্ষেত্রে ক. রেকর্ড ম্যানুয়াল মোতাবেক নথিসমূহের শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে। খ. নথির শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে বিধি মোতাবেক বিনষ্টকরণ করতে হবে। গ. নথির বিনষ্টকরণের হালনাগাদ তথ্য প্রতিমাসে উপস্থাপন করতে হবে। ঘ. এ সংক্রান্ত রেজিস্টার হালনাগাদ করতে হবে। ২. এ বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল শাখায় পত্র দিতে হবে।	১.যুগ্মমহাপরিদর্শক (সকল) ২.উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা।
৭	প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানীর আয়োজন	জনাব মো: সামশুল আলম খান, যুগ্মমহাপরিদর্শক, সাধারণ শাখা বলেন, ৩য় কোয়ার্টারে গণশুনানী আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা ২ টা থাকলেও ১টা সম্পাদন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, গণশুনানির ধার্য তারিখের কমপক্ষে তিন পূর্বে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে মর্মে মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। এ বিষয়ে আবশ্যিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।	১.৩য় কোয়ার্টারে একটা গণশুনানীর আয়োজন না করার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও গৃহিত পদক্ষেপ সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহের জন্য শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সাধারণ শাখায় পত্র দিবেন। ২. গণশুনানির ধার্য তারিখের কমপক্ষে তিন পূর্বে মন্ত্রণালয়কে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে।	১.উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা। ২.যুগ্মমহাপরিদর্শক, সাধারণ শাখা

৮	বকেয়া বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর বিল প্রদান	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, উপমহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা বলেন, বকেয়া বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর বিল প্রদানের ৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা ১০০%। বকেয়া বিল পরিশোধের বিষয়ে প্রশাসন শাখা সচেষ্ট আছে।	লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক বকেয়া বিল পরিশোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখায় পত্র দিতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা।
৯	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	জনাব মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক , স্বাস্থ্য শাখা বলেন, 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১' মোতাবেক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান কার্যক্রম ৩০/০৬/২১ তারিখের মধ্যে সম্পাদান করতে হবে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১' মোতাবেক পুরস্কার প্রদানের জন্য এখন পর্যন্ত কোন কমিটি গঠন করা হয়নি। সভাপতি সকল সদস্যের নিকট কমিটি সংক্রান্ত মতামত জানতে চান। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	ক. শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন পূর্বক অফিস আদেশ জারি করতে হবে। ১. মো: এজাজ আহেমদ জাবের, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (আহবায়ক) ২. নুসরাত জাহান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সদস্য) ৩. মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা (সদস্য সচিব) কমিটির কার্যপরিধি ১. বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য তিনজন কর্মচারীর নামে সুপারিশ প্রদান। ২. কমিটি ১৫ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ৩. প্রয়োজনে কমিটি এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। খ. শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ২৫ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে পুরস্কার প্রদান নিশ্চিত করবেন।	ক. যুগ্ম মহাপরিদর্শক, (প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা) খ. উপমহাপরিদর্শক, (স্বাস্থ্য শাখা)

১০	কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ / টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ / পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি	**জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, উপমহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা বলেন,** এ বিষয়ে ৪র্থ কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ৩০/০৪/২০২১ তারিখের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। ৩য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখায় পত্র দিতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা।
১১	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	জনাব মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক , স্বাস্থ্য শাখা বলেন, 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১' লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ ২২ মার্চ, ২০২১ তারিখে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।	১। নিয়মিত ও কার্যকরভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার আয়োজন করতে হবে। ২। সভা কার্যকরকরণের লক্ষ্যে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা।
১২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ –এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা	সভাপতি বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ –এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক অর্জন শতভাগ করার জন্য সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ –এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ কাঠামোতে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। ২। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সকল প্রতিবেদন শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা। ২। উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা।
১৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ –এর ৩য় ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ –এর ৩য় ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন, ১৫/০৪/২০২১ তারিখের পূর্বেই ৩য় ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।	১। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ –এর ৩য় ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ ১৫/০৪/২০২১ তারিখের পূর্বেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২। ৩য় ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ ১৫/০৪/২০২১ তারিখের পূর্বেই অত্র দপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা। ২। আইসিটি সেল, অত্র দপ্তরে

১৪	২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন	সভাপতি বলেন, ১২ জানুয়ারি. ২০২১ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরবর্তী ২০২১-২০২২ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় (যথা: কারখানাসমূহের কমপ্লায়েন্স/মান নিশ্চিতকরণ. ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ইত্যাদি) করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক কার্যক্রম অধিক হারে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং অত্র অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে।	১। ৩০ এপ্রিল, ২০২১ তারিখের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটা ওয়ার্কসপের আয়োজন করতে হবে। ২। ১৫ এপ্রিল, ২০২১ তারিখের মধ্যে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা আলোচনাক্রমে উক্ত ওয়ার্কসপের প্রধান আলোচক নির্ধারণ, খসড়া- বাজেট প্রণয়ন ও ভেন্যু নির্ধারণ করবেন এবং প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখায় প্রেরণ করবেন।	১। প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা। ২। উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা।

২। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৬.১৭.৫২

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪২৭
০৮ এপ্রিল ২০২১

বিতরণ: কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) জনাব মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের (যুগ্ম সচিব), অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত মহাপরির্দশকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২) জনাব ইমতিয়াজ মাহমুদ (যুগ্ম সচিব), প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৩) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন (যুগ্ম সচিব), প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (NOHSTRI) স্থাপন প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৪) জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন (উপসচিব), প্রকল্প পরিচালক, রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৫) জনাব মোঃ মামুন খন্দকার (উপসচিব), সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬) যুগ্মা-মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা) ও প্রকল্প পরিচালক, নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিকেল

কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৭) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, সেফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৮) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, সাধারণ শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৯) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১০) উপ মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১১) উপ মহাপরিদর্শক, সেফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১২) উপ মহাপরিদর্শক, সাধারণ শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৩) সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৪) সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৫) আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৬) পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৭) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য ও গণসংযোগ উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৮) হিসাবরক্ষক, হিসাব উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৯) অফিস কপি।

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ মহাপরিদর্শক